তারিখ 12 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

সংবাদ

৪২ বছরেও জাতীয়করণ হয়নি আবদুল মালেক উকিল ডিগ্রি কলেজ

প্রতিনিধি, নোয়াখালী

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দুঃসময়ের সভাপতি, প্রয়াত জাতীয় নেতা আবদুল মালেক উকিলের নামে তার নিজ জেলা নোয়াখালীতে প্রতিষ্ঠিত ডিগ্রি কলেজটি প্রতিষ্ঠার ৪২ বছর পরও জাতীয়করণ করা হয়নি। এনিয়ে কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পাশাপাশি স্থানীয় অধিবাসীদের মাঝে ক্ষোভ-হতাশা কাজ করছে। ডিগ্রি কলেজটি ১৯৭৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালী সদর উপজেলার বাধেরহাটে প্রয়াত এই জাতীয় নেতা নিজহাতে প্রতিষ্ঠা করেন। জানা গেছে, আবদুল মালেক উকিল ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক। বঙ্গবন্ধুর সরকারের তিনি একাধারে স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং জাতীয় সংসদের স্পিকার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন দু:সময়ে আওয়ামী লীগের কান্ডারি। জাতির জনকের নির্মম হত্যাকান্ডের পর সংকটময় মুহূর্তে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্বে থেকে দলকে সংগঠিত করেন তিনি।

জীবদ্দশায় ১৯৭৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালী সদর উপজেলার পশ্চিমাঞ্চলে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে নিজ গ্রাম বাধের হাটে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন প্রয়াত এই জতীয় নেতা। তখন আবদুল মালেক উকিলের নামে কলেজের নামকরণ হয়। ১৯৮৭ সালের ১৭ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন তিনি। এরপর বিভিন্ন সরকারের সময়ে নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে কলেজটি ডিগ্রি কলেজে উন্নীত হয়।

কলেজ অধ্যক্ষ এনামুল হক জানান, দুই একর ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত কলেজটিতে বর্তমানে নোয়াখালীর সদর ও বেগমগঞ্জ ছাড়াও লক্ষীপুর জেলার প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থী এই কলেজে অধ্যয়নরত করছে। কলেজে তিনটি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু রয়েছে। গত পাঁচ বছরে গড়ে এইচএসসি ৭৫ ও ডিগ্রিতে ৮০ ভাগ পাশের হার। কলেজে কর্মরত রয়েছেন ৩৯ জন শিক্ষক ও ৯ জন কর্মকর্তা কর্মচারী। কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট শিহাব উদ্দিন শাহীন জানান, আবদুল মালেক উকিলের নামে এ কলেজটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন সরকারের সময় নানা বৈষম্য ও অবহেলা শিকার হয়েছে। আশপাশের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে কোন কলেজ না থাকায় কলেজ সদর উপজেলার ১১টি ইউনিয়নের প্রায় ৫ লাখ জনগোষ্ঠীর মাঝে শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে এই কলেজটি। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, প্রয়াত মালেক উকিল যে দলের সভাপতি ছিলেন সে দল এখন রাষ্ট্র ক্ষমতায়। অথচ তার নামে প্রতিষ্ঠিত কলেজটিকে জাতীয়করণের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি সরকার। এই কলেজের চেয়ে অপেক্ষাকৃত নতুন কলেজকেও জাতীয়করণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষাকে সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে সরকার সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন উপজেলায় নতুন করে ১৯৯টি কলেজকে জাতীয়করণের তালিকাভুক্ত করেছে। আবদুল মালেক উকিলের নামে প্রতিষ্ঠিত কলেজটি জাতীয়করণের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে দাবি জানান তিনি। এদিকে কলেজটি জাতীয়করণের দাবিতে মানবন্ধন সমাবেশ সহ বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে শিক্ষার্থী, শিক্ষক সহ এলাকার সর্বস্তরের মানুষ।